TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

কমিশনের সভায় উপস্থিত সকলেই মেয়েদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে ভরণপোষণের ধারাটিতে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক আনীত সংশোধন প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেন। তবে, সভা থেকে এই সংশোধন প্রস্তাবে ব্যবহৃত কিছু শব্দের স্পষ্টীকরণ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আরও কিছু প্রস্তাব সংযোজন করা হয়েছে।

১) যেমন, প্রস্তাবে আছে বিবাহিত সম্পর্কের মত যারা বসবাস করে আসছেন, কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যারা বিবাহিত সম্পর্কের মত বসবাস করতেন তারাও যেন ভরণপোষণের অধিকারী হতে পারেন;

'উইমেন' শব্দের মধ্যে **'গার্লস'** ও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। 'বিবাহিত সম্পর্কের মত' কথাটির স্পষ্টীকরণ করা, কতদিন বিবাহিত সম্পর্কের মত বসবাস করলে ভরণপোষণ পাবার আইনগত অধিকার পাওয়া যাবে তা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ বাবা-মা'র ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটিতে সভায় উপস্থিত সকলে এককথায় ঐক্যমত হয়েছেন।

6-8-09

[illegible]

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

বধূহত্যা থেকে রক্ষা পেল না জাতীয় ভলিবল মীট-এ সুযোগ পাওয়া নন্দুরাণী

বধূহত্যা তালিকার সদ্য সংযোজন নন্দুরাণীর বাড়ীতে বসে ভলিবল খেলায় তাঁর সাফল্যের পদক আর সার্টিফিকেটগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম মেয়েদের জীবনের কোন সাফল্যই বিয়ের পর তাদের বাঁচার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তা না হলে বিয়ের মাত্র ছ'মাসের মধ্যে ২০০৩ সালে রাজ্য ভলিবলের রানার্স নন্দুরাণীর জীবনের এমন করুণ পরিসমাপ্তি ঘটবে কেন। ।

০২-০৮-২০০৯ তারিখ বিলোনীয়ার ঈশানচন্দ্রনগরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূ নন্দিতা পালের (সব সার্টিফিকেটে আছে নন্দুরাণী পাল) মৃত্যু হয়েছে। শ্বশুরবাড়ীতে বীভৎসভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূ নন্দুরাণীর মৃত্যুর খবর জেনে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ০৪-০৮-২০০৯-এ ঘটনাস্থল বিলোনীয়ার ঈশানচন্দ্রনগর এবং সোনামুড়া যাত্রাপুরের কালিকৃষ্ণনগর নন্দুর বাবার বাড়ী গিয়েছিলেন। অভিযোগ গলা টিপে হত্যা করে তারপর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছে নন্দুর স্বামী সুব্রত মজুমদার। পুলিশের কাছে জানা গেল, দেহ এরকম ১০০% পুড়ে যাবার ঘটনা না কি বিরল।

যে ঘরে ঘটনাটি ঘটেছে সে ঘরের খাটের ষ্ট্যান্ডে এবং আলনায় রাখা কোন কাপড় চোপড়ই পোড়েনি বন্ধ দরজার ছোট্ট ঘরে মেয়েটির ১০০% পুড়ে যাবার দীর্ঘ সময়কালেও। কিভাবে নন্দুর মৃত্যু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যাবে ফরেনসিক রিপোর্ট এলে। কিন্তু কমিশনের তদন্তে মনে হয়েছে আগের দিন শেষ রাতের দিকে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা বলে দেখানো হয়েছে। মৃতদেহের প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জানা যায় যে মৃতার শরীরের পেছন দিক অক্ষত ছিল। তাছাড়া, আশে পাশের মানুষ কোন শব্দ শুনতে পাননি। বন্ধ ঘরের ভেতরে এতক্ষন ধরে পুড়ে মরলেও আশে পাশের মানুষ কোন শব্দটি পাবে না একথা একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না।

নন্দুর শ্বশুর শাশুড়ী, জা, দেওর, সকলের বক্তব্য ওরা কিছু দেখেননি, মৃত্যুর কারণ ও কিছু জানেন না। তবে শ্বশুর হীরালাল মজুমদার স্বীকার করেন যে বিয়ের সময় তার দাবী ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। পরে অবশ্য চল্লিশ হাজার টাকায় রাজী হয়ে যান। ঈশানচন্দ্রনগরে মৃতার শ্বশুরবাড়ীতে তদন্তের সময় বিলোনীয়া থানার পুলিশ অফিসাররা সভানেত্রীর সঙ্গে ছিলেন। এলাকাবাসীদেরও সভানেত্রী বলেন যে নন্দুর স্বামী সুব্রত মজুমদার এবং তার পরিবারের প্রতি যেন কোন দুর্বলতা তারা না দেখান। নন্দুর মৃত্যুর দিনই বিলোনীয়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন

6-8-09

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

অমরপুরের এক উপজাতি জননীকে ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে বীরগঞ্জে মহিলা কমিশন।

কমিশনের তিন সদস্যা বিশিষ্ট একটি তদন্তকারী টিম বিগত ৩/৮/০৯ তারিখে বীরগঞ্জের বাস্তুহারা কলোনীতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টির তদন্ত করে। অত্যাচারিতা ১৮ বৎসরের এক সন্তানের জননী ভানুমতি (কাল্পনিক নাম)। কমিশন ভানুমতি এবং তার স্বামী ও আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে ।

২৫/৮/০৯-এ ভানুমতি নিত্যদিনের মত অমরপুর বাজার থেকে ফিরছিল। তখন প্রায় ৬টা বাজে। তার সঙ্গে সেদিন কেউ ছিল না। বাড়ী পৌছাতে যখন প্রায় ১ কিলোমিটার বাকি ছিল তখন হঠাৎ এক অচেনা যুবক তাকে পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে মুখ চাপা দিয়ে টেনে হিচড়ে সরু এক ফাঁড়ি পথে নিয়ে যায়। অসহায় মহিলা বার বার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বিফল হয় । ভানুমতিকে টানতে টানতে এক ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং এরপরই অমরপুরের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ভানুমতি ভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ীতে যায় এবং স্বামী, আত্মীয়স্বজন এবং মা ও ভাইকে সমস্ত ঘটনা জানায়। এই ঘটনায় ভানুমতির বাড়ীর সরল সহজ মানুষগুলি হতবুদ্ধি হয়ে যান। যাইহোক, ২৯/৮/০৯ তরিখে তারা অমরপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেইদিনই ভানুমতিকে মেডিক্যাল টেষ্ট করানো হয়। কেইস নং ৩৫/০৯, ধারা ৩৭৬ আই পি সি-তে কেইস গ্রহণ করে থানা। ওসি নিজে আই ও হিসাবে তদন্ত শুরু করেন। কিন্তু আসামীকে এখনও সনাক্ত করা যায় নি। যদিও পুলিশ মনে করে আসামী অমরপুরেই আছে। পুলিশ কেন এখনো আসামীকে ধরছে না এ নিয়ে কমিশন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কমিশন থেকে পুলিশকে আরও তৎপর হবার জন্য বলা হয়েছে।

মহিলাদের সুরক্ষার প্রয়োজনে এবং এরূপ ঘটনা যাতে আর না ঘটতে পারে তারজন্য আরক্ষা বিভাগের এবং গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। অবিলম্বে আসামীকে ধরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ স্থানীয় মানুষকেই নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার যাতে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

6.8.09

Member Secretary,
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

নন্দুরাণীর দিদি শ্রীমতি অঞ্জনা রাণী পাল। কেস্ নং বি এল এন ১৪৭/০৯, তারিখ ০২-০৮-২০০৯, ইউ/এস্ ৪৯৪(ক) / ৩০৪(খ) তদন্তকারী অফিসার এস্ ডি পি ও শ্রী তিমির দাস।

সেখান থেকে কমিশনের সভানেত্রী গিয়েছিলেন কালিকৃষ্ণনগরে নন্দুর বাবার বাড়ী। কালিকৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঠিক পেছনে বাড়ীটি। সেখানে নন্দুর দিদি অঞ্জনাও ছিলেন। নন্দুরা তিন বোন এক ভাই। নন্দু সকলের ছোট। পরিবারের সকলের বড় আদরের ছিল মেয়েটি। নন্দুর বাবা খুবই অসুস্থ। তাঁর কথা বলারও ক্ষমতা নেই। বড় দিদি অঞ্জনাই বাবার পরিবারের সব দেখাশোনা করেন। অঞ্জনা বলেন, বৌ-ভাতের দিন রাতে মদ ও মাংস খেয়ে সুব্রত মজুমদার অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। সোফা থেকে উঠে বিছানায় যাবারও ক্ষমতা ছিল না তার। নন্দু এসব দেখে যে খুব ভয় পেয়েছিল তা দিদি অঞ্জনাকে বলেছিল।বিয়ের পর থেকেই সুব্রত মজুমদার ও তার মা-বাবা যে নন্দুর ওপর অত্যাচার করছিল তা জানতো নন্দুর বাপের বাড়ী। সে জন্যই অঞ্জনা প্রায়ই ছোট বোনকে দেখতে যেতেন ঈশানচন্দ্রনগরে। অঞ্জনার স্বামীও যেতেন। মৃত্যুর আগে অঞ্জনা ছোট বোনের বাড়ী শেষ গিয়েছিলেন ২৩শে জুলাই। গত ২৪ জুলাই রাতে অঞ্জনার সামনেই বিয়েতে দেওয়া বালিশটি সুব্রত উঠানে ছুড়ে ফেলে দেয়। মশারী এবং শীতল পাটি ছোট হয়েছে সুব্রত'র এ অভিযোগ ছিল প্রতিদিনের। এছাড়াও ঘরে বসে মদ্য পান করা এবং মদ্যপানের পর স্ত্রীকে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। কথায় কথায় চড়, লাথি, এসবতো ছিলই। নন্দরাণীর বাপের বাড়ীর অর্থনৈতিক অবস্থা এখন খুবই খারাপ। কারন যে ১৭ গন্ডা জমি তাদের ছিল তা ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখে ছোট মেয়ের নন্দুর বিয়ে দিয়েছেন তার বাবা। সব জমি বন্ধক থাকায় এখন সংসার চলে না, এরমধ্যে প্রিয় কণিষ্ঠা কন্যা নন্দুর এভাবে মৃত্যু, অসুস্থ মানুষটি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছেন। অথচ বিয়ের সময় নগদ চল্লিশহাজার টাকা, রঙিন টি ভি, শো-কেস, সোফা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র সবই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন না যেতেই সুব্রত অটোরিক্সা কিনবে বলে ঠিক করে এবং এইজন্য স্ত্রী'কে কালিকৃষ্ণনগরে পাঠায় নগদ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে তাকে দেয়ার জন্য। তার বাবা এই টাকা এখনই দিতে পারবেন না বলেন। তারপরই সুব্রত মজুমদার ও তার পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়, যে নন্দুকে আর বাঁচতে দেওয়া হবেনা। এরপর পরিকল্পিত এই হত্যা।

6-8-09

Archana [illegible]
Member [illegible]
[illegible] Comm[illegible] for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

প্রেস্ রিলিজ্
(৭)

ভরণপোষণ সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধির সংশোধন বিষয়ে মহিলা কমিশনের সভা

কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ভারতীয় ফৌজদারির কার্যবিধির (ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড) ১২৫ ও ১২৬ ধারায় কিছু সংশোধন প্রস্তাব এনেছে। আমাদের সংবিধানের সপ্তম তপশিল অনুযায়ী ফৌজদারি কার্যবিধি যুগ্ম তালিকায় আছে । সেজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রক উক্ত সংশোধন প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের অভিমত জানতে চেয়েছে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন অ্যাক্ট,১৯৯৩ অনুযায়ী মহিলাদের সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে মহিলা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলা আছে। ভরণপোষণের বিষয়টি প্রধানত মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়। তাই রাজ্য সরকার উক্ত সংশোধন প্রস্তাবে অভিমত দেবার ক্ষেত্রে মহিলা কমিশনের মতামত জানতে চায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন গত ১৯-০৭-২০০৯-এ কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের ভরণপোষণ সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ও ১২৬ ধারার প্রস্তাবিত সংশোধণের উপর একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে কমিশনেরই সভাগৃহে। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার পারিবারিক আদালতের মাননীয় বিচারক, ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত আইন সচিব, বিশিষ্ট আইনজীবি, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ এবং এন জি ও প্রতিনিধিগণ।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ভরণপোষণ আইন সংশোধণের জন্য যে প্রস্তাব এনেছে তা হল ঃ

১) ভরণপোষণ আইন অনুযায়ী বৈধ বিবাহের স্বামী পরিত্যক্তা, আইনগতভাবে পৃথক বসবাসকারী এবং বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী'রাই ভরণপোষণ পাবার অধিকারী। সংশোধন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যে মহিলারা পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কের মত বসবাস করছেন তাদের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণ পাবার অধিকারকে সম্প্রসারিত করা ;

২) সন্তানের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবার জন্য পিতামাতা মামলা করতে পারবেন যেখানে তারা আছেন সেখানকার আদালতেই।

৮.৪.০৯